শতবর্ষী বিদ্যাপীঠ

পূণ্যভূমি শ্রীহ-ট্টর সুপ্রাচীন মাধ্যমিক স্কুল গুলোর অন্যতম মঙ্গলচন্ডী নিশিকান্ত উচ্চ বিদ্যালয়টি ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়ে একশত ত্রিশ বছর যাবৎ শিক্ষার আলো বিস্তার করে আজ এক অত্যুজ্জ্বল আলাক বর্তিকায় রূপান্তরিত। লেখা পড়ার পাশাপাশি খেলাধূলা সহ সকল সহ-পাঠক্রমিককার্যাবলি-ত প্রতিষ্ঠানটির সুনাম আঞ্চলিক থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত সুবিদিত। বাংলাদেশের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে এ বিদ্যালয়ের অনেক ছাত্রের বীরত্বপূর্ণ অবদান ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছে। এ বিদ্যালয়ের অনেক ছাত্রের বীরত্বপূর্ণ অবদান ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছ। এ বিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র শাহ আজিজুর রহমান একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা যিনি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদ করতে গিয়ে তৎকালীন সরকাররে নিপীড়নের শিকার হন। পরবর্তীতে তিনি বালাগঞ্জ উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও সিলেট-২ আসনের সাংসদ নির্বাচিত হন। বিদ্যালয়র প্রাক্তন কৃতি ছাত্র মোঃ লুৎফুর রহমান ৭০ এর নির্বাচনে গণপরিষদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং বর্তমা-ন সি-লট জেলা পরিষ-দর প্রথম নির্বাচিত চেয়ারম্যান। এ বিদ্যাল-য়র কয়েকজন প্রাক্তন কৃতি ছাত্র দেশ বরেণ্য ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন অর্থনীতিবিদ ও শিক্ষাবিদ হ-য় দেশ মাতৃকার উন্নয়-ন অসামান্য অবদান রে-খ-ছন। হ-য়-ছন মহিমান্বিত, গৌরবান্বিত প্র-ফসর মোঃ আব্দুল আজিজ। তিনি রাজশাহী ও কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যাল-য়র রেজিষ্ট্রার এবং সি-লট মে-ট্রাপলিটান ইউনিভার্সিটির উপাচা-র্যর পদ অলংকৃত ক-র-ছন। প্র-ফসর ড. এ. এন. এম. আজিজুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যাল-য়র অর্থনীতি বিভা-গর চেয়ারম্যান পদ অলংকৃত ক-রন। প্র-ফসর ড. আখলাকুর রহমান আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদ ছি-লন। স্বাধীনতা উত্তরকালে স্বয়ং বঙ্গবন্ধু নিজে তাঁকে দেশমাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগ করার জন্য সুদূর লন্ডন থেকে দেশে ডে-ক নি-য় আ-সন। ড. প-দ্মন্দু ভূষন দেব (ড.পি.বি.দেব) ভার-তর কেন্দ্রীয় সরকার-র সচিব হিসা-ব অবসর গ্রহণ ক-রন।

শিক্ষার আলো বিস্তারে সুপরিচালিত প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেরই ভূমিকা অনবদ্য। মঙ্গলচন্ডী নিশিকান্ত উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে বর্তমান সময়কাল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য কার্যক্রম সাফল্য সীমাবদ্ধতা ও ব্যর্থতা অবশ্যই পর্যা-লাচনা ক-র ভবিষৎত করণীয় নির্ধার-ণর দাবী রা-খ। আর এর দায়িত্ব প্রথমত সুবিধা-ভাগী জনগণ সহ সংশ্লিষ্ট সক-লর দায়িত্ব মনে করে পদক্ষেপ নেওয়া হলে ভবিষ্যত সুন্দর সমুজ্জ্বল হবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

যে সময়ে সমাজে উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণির বৈষম্য প্রকট ছিল সেই বৈষম্যের যুগেই ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে লালকৈলাশ (হুজরী) নিবাসী বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী জমিদার শ্রীযুক্ত নবীন চন্দ্র রায় চৌধুরী তদীয় ০.৬৬ একর ভূমিতে তাঁদের কুলদেবতা মঙ্গলচন্ডীর নামে মঙ্গলচন্ডী এম,ই, স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁ-দর বংশীয় শ্রীযুক্ত রাধিকা প্রসন্ন চৌধুরী এল,টি বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক হিস-ব ০১-০১-১৮৮৭ খ্রিঃ হ-ত ৩১-১২-১৯২৯ খ্রিঃ পর্যন্ত অত্যন্ত দক্ষতা ও সুনা-মর সহিত দায়িত্ব পালন ক-রন। সম-য়র চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যালয়টি-ক উচ্চ ইং-রজি বিদ্যাল-য় রূপান্তর করা অপরিহার্য্য হ-য় উঠায় রবিদাস মহাজন বাড়ীর বিশিষ্ট দানশীল ও শিক্ষানুরাগী শ্রীযুক্ত নন্দ কুমার দেব দুলিয়ার বন্দ মৌজায় তদীয় যৌথ পরিবারর ৪.৭২ একর ভূমি বিদ্যাল-য়র অনুকূ-ল দান করায় ০১-০১-১৯৩০ ইং স-ন বিদ্যাল-য়টি বর্তমা-ন স্থান (দুলিয়ার বন্দ) স্থানান্তরিত হ-য় হাইস্কু-ল রূপান্তরিত হয়। ব্রাহ্মণগ্রাম (গোয়ালাবাজার) নিবাসী বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত শর্ম্মা চৌধুরী এল,টি ০১-০১-১৯৩০ খ্রিঃ হ-ত ১৮-০৭-১৯৪৪ খ্রিঃ পর্যন্ত অত্যন্ত দক্ষতা ও সুনা-মর সহিত প্রধান শিক্ষ-কর দায়িত্ব পালন ক-রন। ০১-০১-১৯৩০ খ্রিঃ হ-ত বিদ্যালটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক হাইস্কুল হি-স-ব প্রথম স্বীকৃতি প্রাপ্ত হ-য় ঈর্ষনীয় সাফল্য লাভ ক-র শিক্ষার আ-লা বিস্তার করে চলে। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত শর্ম্মা চৌধুরীর কার্যকাল বিদ্যালয়ের স্বর্ণযুগ হিসেবে খ্যাত। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত শর্ম্মা চৌধুরী চাকুরীরত অবস্থায়ই পর-লাকগমণ করি-ল তদস্থ-ল গুপ্তপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রদ্যুম্ন কুমার গুপ্ত এম,এ,বিটি ১৯-০৭-১৯৪৪ ইং হ-ত ২০-০২-১৯৫০ খ্রিঃ পর্যন্ত সুনা-মর সহিত দায়িত্ব পালন ক-র আসাম প্রা-দশিক শিক্ষা বিভা-গর উপ-পরিচালক প-দ যোগদান করায় ২১-০২-১৯৫০ খ্রিঃ তারি-খ জনাব লতিফুর

রহমান চৌধুরী প্রধান শিক্ষক পদে যোগদান করেন এবং জনাব মোঃ জৈনুল্লাহ সহকারী প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। দেশ বিভা-গর ফ-ল অ-নক শিক্ষিত ও সম্পন্ন হিন্দু পাকিস্তান ছে-ড় ভারত চ-ল যাওয়ায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি এক স্থবির অবস্থায় পতিত হয়।

দূর্ভাগ্যজনক ভা-ব ১৯৫৪ খ্রিঃ দুষ্কৃতিকারীর দেয়া আগুনে যাবতীয় রেকর্ড আসবাবপত্র সহ বিদ্যালয় গৃহ পুড়ে ভষ্মীভূত হয়ে যায়। তখন স্কুলগৃহ পুনঃ নির্মাণ করে শিক্ষাক্রম অব্যাহত রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় সর্বসাধারণের সম্মিলিত সিদ্ধান্তে ব্রাহ্মণগ্রাম (গায়ায়ালাবাজার) নিবাসী বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র কুমার দেব (ধীরু বাবু) এর অর্থায়-ন বিদ্যালয় গৃহ ও আসবাবপত্র তৈরী করে পুনরায় শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয় এবং বিদ্যালয়ের নামের সঙ্গে ধীরু বাবুর পিতা নিশিকান্ত দেব (নিশি মহাজন) এর নাম যুক্ত করে বিদ্যালয়ের নাম হয় মঙ্গলচন্ডী নিশিকান্ত উচ্চ বিদ্যালয়। তখন থেকে নব উদ্যমে স্কুলের কার্যক্রম চলতে থাকে। দেশ বিভাগ ও অগ্নিকা-ন্ডর ক্ষতি কাটি-য় ধী-র ধী-র স্কু-লর সুনাম বৃদ্ধি পে-ত থা-ক।

১৩০ বছর পেরি-য় আজ সদাশয় সরকার বাহাদু-রর গণমুখী শিক্ষানীতি, জনদাবী ও নেতৃবৃ-ন্দর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়টি সরকারীকরণ হওয়াতে সর্বত্র আশার আলো ফুটে উঠেছে এবং আনন্দের বন্যা বইছে। এমনি এক মা-হন্দ্র ক্ষ-ন বিদ্যাল-য়র ১৩০ বছর পূর্তি ও প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান এক নতুন মাত্রা যোগ ক-র-ছ।

এলাকার সুধীজন, বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর ম-ধ্য সুমন্বয় একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠা-নর জন্য অপরিহার্য্য। এর কোন ব্যত্যয় হলে লক্ষ্য অর্জন কঠিন হয়ে পড়ে। শিক্ষার উদ্দেশ্য একমাত্র সার্টিফিকেট অর্জন নয়। শিক্ষার্থী হ-ব আলাকিত মানুষ, সৎ, ভদ্র, ন্যায় পরায়ন, -দশ প্রেমিক। একজন অভিভাবক অ-নক আশা নি-য় নিজ সন্তান-ক শিক্ষ-কর হা-ত তু-ল দেন। শিক্ষক নিজ সন্তা-নর শিক্ষা ও উন্নত ভবিষ্যত গঠ-নর লক্ষ্যে যে ভূমিকা রাখেন ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে যদি নিজ সন্তান গণ্যে সেরূপ ভূমিকা পালন করেন তাহলে সমগ্র দেশ একদিন আ-লাকিত মানু-ষর আ-লায় আ-লাকিত হ-ব। দেশ হ-ব নিরাপদ শান্তি-ত বাস-যাগ্য উন্নত ও সমৃদ্ধ। থাকবেনা কোন হানাহানি, বঞ্চনা, নিপীড়ন। শিক্ষকরাই পারেন এ গুরু দায়িত্ব নিতে যদি তারা নিজ সন্তান ও অপ-রর সন্তা-নর ম-ধ্য -কান বৈষম্যমূলক আচরণ না ক-রন। ধন্য হ-বন শ্র-দ্ধয় শিক্ষক ও স্নেহাস্পদ শিক্ষার্থী।